প্রথম আলো

NOV. 07 2000

সংসদ বিলুপ্তির পর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেতৃত্বশূন্য, মন্ত্রণালয় নীরব

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদ নিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই সাংসদ হিসেবে পদাধিকারবলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি না করায় দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি।

২০০১ সালের জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সভাপতি বা চেয়ারম্যানের মনোনয়ন বাতিল করে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, রাষ্ট্রপতির হাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তার নির্দেশনা প্রয়োজন। তবে খুব শিগগির এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ওই কর্মকর্তা জানান। তিনি বলেন, সভাপতি বা চেয়ারম্যান না থাকলেও প্রত্যেক কমিটির অন্য সদস্যেরা রয়েছেন।

জানা গেছে, দেশে ৩০ হাজারেরও বেশি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই পদাধিকারবলে জোট সরকারের সাংসদ বা তার মনোনীত দলীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ২৭ অক্টোবর সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এসব পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত সমর্থক নেতাদের অনেকেই চেয়ারম্যান বা সভাপতি পদে নতুনভাবে নিজেদের নাম পাঠাতে শুরু করেছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক রাশিদুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব এলেই তা অনুমোদন দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মত থাকতে পারে। তিনি বলেন, সাংসদ হলেই যে তিনি বা তার মনোনীত ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাকর্তা হবেন, এই নিয়ম পরিবর্তন করা উচিত।

এদিকে প্রায় সবগুলো বেসরকারি শিক্ষক সংগঠন সাংসদ বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার করার প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করে আসছে। এসব সংগঠনের নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিচালনা কমিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা চেয়ারম্যানের পদ থেকে দলীয় ব্যক্তিদের অপসারণ করে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা শিক্ষানুরাগীদের এ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অনুরোধ রেখেছেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, পরিচালনা কমিটি রাজনীতিমুক্ত না হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। তিনি আরও বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ উদ্যোগ নিলে তা শিক্ষায় যেমন প্রভাব ফেলবে, তেমনি শিক্ষকসমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে এ অবদানের কথা মনে রাখবে।

প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম মনে করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও দলবাজি দূর করা কোনো রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ দায়িত্ব পালন করে সাহসী ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত সাবেক সভাপতি বা চেয়ারম্যানেরাই দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম এ বারী বলেন, সাংসদ বা সরকারি দলের নেতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার নিয়ম অবিলম্বে পরিবর্তন করা উচিত।